উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা-পদ্ধতি সহজিকরণ

কার্যক্রমের ডকুমেন্টেশন

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

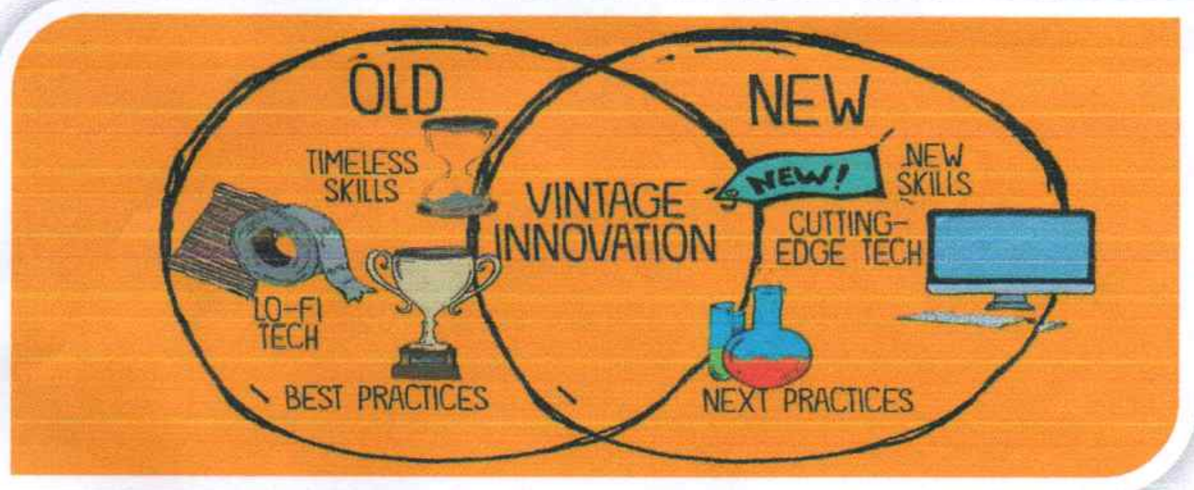

সার্বিক তত্ত্বাবধান	: মহাপরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,ঢাকা
সম্পাদনা	: পরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা
গ্রন্থনা	: ইনোভেশন ইউনিট
প্রকাশনায়	: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ৩৭/৩,ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা

প্রচ্ছদ, ডিজাইন ও আলোকচিত্রঃ ইনোভেশন ইউনিট

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণ ও নারীর সার্বিক ক্ষমাতায়ন নিশ্চিত করা সুষম উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এ উপলব্ধি থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করেন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতনের শিকার ও ক্ষতিগ্রস্থ নারী সমাজের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সনের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সনে জাতীয় সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রুপান্তরিত করা হয়। যা কালের আবর্তে আজ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর 'শেখ হাসিনার বারতা নারী-পুরুষ সমতা' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে নারীর উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। উন্নয়নের এই প্রেক্ষাপটে সারা বাংলাদেশের নারী সমাজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর পটভূমি

জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সুষম উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এ উপলব্ধি থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করেন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতনের শিকার ও ক্ষতিগ্রস্থ নারী সমাজের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সনের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সনে জাতীয় সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়। যা বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে আজ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

প্রতিষ্ঠা

১৯৭২	➲ বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করা হয়।
১৯৭৪	➲ নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে উন্নীতকরণ করা হয়।
১৯৮৪	➲ বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন, মহিলা বিষয়ক কোষ এবং জাতীয় মহিলা উন্নয়ন একাডেমীকে একীভূত করে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠন করা হয়।
১৯৯০	➲ মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তরকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়।

লক্ষ্য:

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় নারীর জন্য টেকসই উন্নয়ন, নারী পুরুষের সমতা আনয়ন ও নারীর দারিদ্র দূরীকরণে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) এর ১৭টি লক্ষ্য অর্জনে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা বিশেষ করে নারী বান্ধব প্রকল্প বাস্তবায়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের ৪৮৮টি উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কাযালয় বিভিন্ন "সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি" পরিচালনায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ এসডিজি-১: দারিদ্র দূরীকরণে দৃশ্যমান সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সময়সীমা ধরা হয়েছে ২০৩০ সাল পর্যন্ত। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭টি এবং টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬৯টি। উল্লেখিত সময়ে ১৬৯টি টার্গেট এবং ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরাসরি এসডিজি-৫ বাস্তবায়নে লীড মিনিস্ট্রির ভূমিকা পালন করছে। এসডিজি-৫: জেন্ডার ইক্যুইটি (নারী-পুরুষ সমতা) অর্জন, এসডিজি-১৩: জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণসহ আরো যে সমস্ত লক্ষ্যমাত্রার সাথে নারী ও শিশু জড়িত তা অর্জনে ইতিমধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা হবে।

সর্বোপরি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের লক্ষ্য- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় টেকসই উন্নয়নের সফল বাস্তবায়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়নে তাদেরকে সমশিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সমান সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর "প্লানেট ৫০-৫০" বাস্তবায়ন।

উদ্দেশ্য:

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে ৬৪ টি জেলা ও জেলাধীন উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সফল জননী পটুয়াখালী জেলার মোসাম্মৎ হেলেন্নেছা বেগমের পক্ষে তাঁর পুত্র ড. মো. কবিরুল ইসলামকে 'জয়িতা পদক ২০২১' প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন (সোমবার, ৮ মার্চ ২০২১)।-পিআইডি

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম/কর্মসূচি

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা

সচেতনতা বৃদ্ধি ও জেন্ডার সমতা মূলক কার্যক্রম

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান

দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ

প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ও সেবা প্রদান

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সমূহ:

ভিজিডি কর্মসূচি

আইসিভিজিডি কার্যক্রম

দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচি

কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল

মাতৃত্বকালীন ও কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মা ভাতা কর্মসূচির উন্নত সংস্করণ

মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ
বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র 'অঙ্গনা'
সেলাই মেশিন বিতরণ
স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ ও অনুদান বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রম

ভূমিকা:

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি সেবা প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন কার্যক্রম বিকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নে ইনোভেশন টিমসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন-চর্চার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি করে 'ইনোভেশন টিম 'গঠনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৩ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে ও একটি ইনোভেশন টিম গঠিত হয়েছে। দপ্তরসমূহের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনায়নের লক্ষ্যে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ইনোভেশন টিমের অন্যতম দায়িত্ব।

উদ্দেশ্য ও ব্যবহার:

উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবন কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল, নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং এ লক্ষ্যে দায়বদ্ধতা সৃষ্টি।

ইনোভেশন টিম মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। নিজ নিজ প্রেক্ষাপট, প্রয়োজন, অগ্রাধিকার ও সক্ষমতা বিবেচনায় রেখে ইনোভেশন বাস্তবমুখী বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন নিশ্চিত করে । মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম নিম্নরূপ –

ইনোভেশন টিম		
ক্রঃ নঃ	কমিটির সদস্যদের পদবী	কমিটির পদবী
১.	উপ পরিচালক (ম্যাজিষ্ট্রেট)	ইনোভেশন অফিসার (আহ্বায়ক)
২.	উপ পরিচালক (প্রশাসন)	সদস্য
৩.	উপ পরিচালক (অর্থ)	সদস্য
৪.	উপ পরিচালক (পরিকল্পনা)	সদস্য
৫.	উপ পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	সদস্য
৬.	উপ পরিচালক (ভিজিডি)	সদস্য
৭.	গবেষণা কর্মকর্তা (গৃহসেবা)	সদস্য
৮.	প্রোগ্রাম অফিসার (ই-ফাইলিং)	সদস্য
৯.	রুবিনা গনি, কর্মসূচি পরিচালক ও ওয়েব সাইডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
১০.	বিবি তহরা, সহকারী পরিচালক (সচেতনতা)	সদস্য
১১.	নাজনীন ফেরদৌস মজুমদার, প্রোগ্রাম অফিসার (ল্যাকটেটিং)	সদস্য
১২.	হাসিনা আখতার খানম, সহকারী পরিচালক(অর্থ)	সদস্য সচিব

ইনোভেশন টিমের সভা: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম ০ ৮টি সভা করেছে।

উদ্ভাবন খাতে বরাদ্দ: উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে ২০২০-২১ অর্থ বছরের বরাদ্দ ১৬.৫ লক্ষ টাকা।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
			৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	৩	৩০ জন	২৫ জন	২০ জন	১৫ জন	১০ জন
৫	বিগত বছরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী প্রস্তাবগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	৪	৩-১১-২০২০	৫-১১-২০২০	১০-১১-২০২০	১৭-১১-২০২০	২৫-১১-২০২০
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৬	৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৩	১৯-১১-২০২০	২৪-১১-২০২০	৩০-১১-২০২০	৫-১-২০২১	১০-১-২০২১
			৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত	তারিখ	৩	১-০৩-২০২১	৫-৩-২০২১	১০-৩-২০২১	১৫-৩-২০২১	২১-৩-২০২১
৭	উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৬	৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ	৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ	তারিখ	৬	১৫-০৫-২০২১	২২-৫-২০২১	২৯-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮	৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৮	১৫-৬-২০২১	১৯-৬-২০২১	২০-৬-২০২১	২৪-৬-২০২১	৩০-৬-২০২১
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	৫	৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রণোদনামূলক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রণোদনামূলক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা (জন)	৩	৩০ জন	২৫ জন	২০ জন	১৫ জন	১০ জন
			৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	২	৪ জন	৩ জন	২ জন	১ জন	-

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
			৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা (জন)	৩	৩০ জন	২৫ জন	২০ জন	১৫ জন	১০ জন
৫	বিগত বছরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী প্রস্তাবগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	৪	৩-১১-২০২০	৫-১১-২০২০	১০-১১-২০২০	১৭-১১-২০২০	২৫-১১-২০২০
৬	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৬	৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি	৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৩	১৯-১১-২০২০	২৪-১১-২০২০	৩০-১১-২০২০	৫-১-২০২১	১০-১-২০২১
			৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন	৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত	তারিখ	৩	১-০৩-২০২১	৫-৩-২০২১	১০-৩-২০২১	১৫-৩-২০২১	২১-৩-২০২১
৭	উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং)	৬	৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ	৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ	তারিখ	৬	১৫-০৫-২০২১	২২-৫-২০২১	২৯-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১
৮	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮	৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৮	১৫-৬-২০২১	১৯-৬-২০২১	২০-৬-২০২১	২৪-৬-২০২১	৩০-৬-২০২১
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	৫	৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রণোদনামূলক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রণোদনামূলক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা (জন)	৩	৩০ জন	২৫ জন	২০ জন	১৫ জন	১০ জন
			৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা (জন)	২	৪ জন	৩ জন	২ জন	১ জন	-

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১০	ক্ষমতা হস্তান্তর/প্রত্যর্পণকরণ	৮	১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্বের অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়িত উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত	নিয়মিত % (%)	৪	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
			১০.২ নতুনভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
			১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ	১০.৩.১ ডিজিটাল সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
১১	ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত	তারিখ	৪	১৫-২-২০২১	১৫-৩-২০২১	৩১-৩-২০২১	৩০-৪-২০২১	৩০-৪-২০২১
১২	সেবা সহজিকরণ	৮	১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন	১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-১০-২০২০	২০-১০-২০২০	২৪-১০-২০২০	২৮-১০-২০২০	৩০-১০-২০২০
			১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশন	১২.২.১ সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে চূড়ান্ত অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	৪	১৫-০৪-২০২১	৩০-৪-২০২১	১৫-৫-২০২১	৩০-৫-২০২১	১৫-৬-২০২১
১৩	পরিবীক্ষণ	৭	১৩.১ উদ্ভাবকগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার) প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৩.১.১ উদ্ভাবকগণের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৩	১৯-১১-২০২০	২৪-১১-২০২০	৩০-১১-২০২০	৪-১-২০২১	১০-১-২০২১
			১৩.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৩.২.১ উদ্ভাবকগণের সঙ্গে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে টিমের সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৩	২	১	-	-
			১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত	সংখ্যা (কমপক্ষে)	১	২টি	২টি	২টি	১টি	১টি

ক্রম	উদ্দেশ্য (Objectives)	বিষয়ের মান (Weight of Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for 2020-2021)				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৪	ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা	৭	১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (অনলাইন ও সাময়িকী)	১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৪	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১
			১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	৩	২০-০৫-২০২১	২৫-৫-২০২১	৩১-৫-২০২১	১০-৬-২০২১	১৫-৬-২০২১
১৫	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৮	১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.১.১ অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত	তারিখ	৩	৩০-১-২০২১	৫-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১
			১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.২.১ অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	৪-২-২০২১	১০-২-২০২১	১৭-২-২০২১	২০-২-২০২১	২৪-২-২০২১
			১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন	১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	৩	১৫-৭-২০২১	২০-৭-২০২১	২৩-৭-২০২১	২৬-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১
			১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ	১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	১	২০-৭-২০২১	২৫-৭-২০২১	২৮-৭-২০২১	৩০-৭-২০২১	৪-৮-২০২১

05/07/2020 [illegible] প্রোগ্রাম অফিসার (ইনোভেশন) ও সদস্য সচিব ইনোভেশন টিম [illegible]

05.07.2020 [illegible] ও সদস্য ইনোভেশন টিম

[illegible] উপ পরিচালক ও সদস্য ইনোভেশন টিম

[illegible] উপ পরিচালক ও ইনোভেশন অফিসার ইনোভেশন টিম

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন যোগ্য নির্বাচিত উদ্ভাবণী উদ্যোগ/ধারণার তালিকা:

অপারাজেয় নারী

- **মুখবন্ধ**: উদ্ভাবনে সক্ষমতা অর্জনে নাগরিক সেবা সহজীকরন সময় সাশ্রয়ী ও ভোগান্তিমুক্ত করার লক্ষে এটুআই কার্যক্রমের আওতায় সদর কার্যালয়ের ২ দিনের প্রশিক্ষনে মনোনিত হয়ে অংশগ্রহনকারী হিসাবে "অপরাজেয় নারী" শীর্ষক উদ্ভাবন আইডিয়াটি গ্রহন করা হয় । মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬ টি বিভাগীয় শহরে নিজস্ব অবকাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত নির্যাতিত নারী ও শিশুর আইনী সহায়তা ও আশ্রয় প্রদান কেন্দ্র 'মহিলা সহায়তা কমসূচি' এর খুলনা ও বরিশালে আইডিয়াটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আইডিয়াটি বাস্তবায়নে পাইলটিং শুরু হয় ১৫/১০/২০ তারিখ।

- **কৃতজ্ঞতা স্বীকার**: ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়নে সার্বিক দকি নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সর্বপরি এটুআই কর্তৃপক্ষ ও সকল সহকর্মী বৃন্দকে।

- **বাস্তবায়িত এলাকা**: পাইলট প্রকল্পটি মহিলা সহায়তা কর্মসূচি, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- **উদ্ভাবনে উদ্যোগ গ্রহণে প্রেক্ষাপট**: নির্যাতিতা, দু:স্থ, অসহায় নারী ও শিশুদের আইনী সহয়তা প্রদানসহ আবাসন কেন্দ্রে আশ্রয় প্রদানের লক্ষ্যে মহিলা সহায়তা কর্মসূচি চলমান। নিজস্ব অবকাঠামোয় পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানে খুলনা বিভাগের সকল জেলা উপজেলা হতে নির্যাতিতা নরীরা আইনী সহায়তা ও সালিশী মিমাংসার জন্য অত্র কার্যালয়ে অভিযোগ/আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে শুনানী গ্রহণ করে সালিশ মিমাংসা/আপোষ করা, আবার কখনো উভয় পক্ষ একমত না হলে উক্ত অভিযোগটি আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু দেখা যায় অভিযোগকারীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিবাদীপক্ষ অনেক সময় ধার্য তারিখে হাজির হয় না কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বাদীকে হয়রানী করার জন্য সময় চেয়ে আবেদন করেন। যার ফলে বাদী কাঙ্খীত ফল পেতে দেরী হয় এমনকি মানসিক অশান্তি হতাশায় নিমর্যিত থাকে। এসব দিক বিবেচনা করে উক্ত আইডিয়াটি গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে সবোর্চ্চ ৬ মাসের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হবে এবং বাদীকে সকল প্রকারের দাবী দেনা পাওনা বুঝিয়ে দেয়া সহ নির্ধারিত নোটিশ ও ধার্য তারিখে উভয় পক্ষের উপস্থিত নিশ্চিত করণসহ দ্রুত সময়ে অভিযোটি নিষ্পত্তি করা এ আইডিয়ার মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি আবাসন কেন্দ্রে আবস্থানরত বোর্টারদের শুধুমাত্র দর্জি প্রশিক্ষণ না দিয়ে বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার জন্য মনোবল দৃঢ় করার লক্ষ্যে আইডিয়াটি পাইলটিং করা হচ্ছে।
- **বাস্তবায়নকারী** : সাহেলা পারভীন, সহকারী পরিচালক (কে:ডে:), 'মহিলা সহায়তা কমসূচী' খুলনা ।

- মোবাইল :০১৭১৫৮৪৯৫৮২

- **বিদ্যমান সম্যসা ও কারণ :**

  # মহিলা সহায়তা কর্মসূচির কার্যক্রমের প্রচারনা কম

  # নির্যাতিতা নারীর আইনী সহায়তা প্রাপ্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা

  # পারিপাশ্বিক চাপে অভিযোগ প্রত্যাহার ।

  # বিবাদি পক্ষের ধার্য তারিখে অনুপস্থিত ও কালক্ষেপনে অভিযোগ নিস্পত্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ।

□ **কারণ** :

মহিলা সহায়তা কর্মসূচির কার্যক্রম সম্পর্কে সীমিত ধারনা ।

নির্যাতিতা নারী পরিবারের চাপে আইনী সহায়তা নিতে অনিহা ভীত ও জড়তায় থাকে ।

বিবাদি ইচ্ছাকৃত ভাবে কালক্ষেপন করে বাদীকে মানসিক চাপে রাখে ।

নির্যাতিতারা প্রাপ্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় শুধুমাত্র অসচেতনতা, অজ্ঞতা ও প্রলোভনের কারনণ ।

□ **আইডিয়া বাস্তবায়নে সমাধান প্রক্রিয়া** :

অভিযোগকারীর আবেদন

↓

আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ১ম নোটিশ প্রদান

↓

উভয় পক্ষের হাজিরা নিশ্চিত ধার্য্য তারিখে

↓

উভয় পক্ষের বা এক পক্ষের অনুপস্থি সাপেক্ষে ২য় নোটিশ প্রদান

↓

শুনানী গ্রহণ ও মিমাংসার প্রেক্ষাপট তৈরি

↓

৩য় ধার্য্য তারিখে আপোষ মিমাংসা নিস্পত্তি /আদালতে অভিযোগ প্রেরণ

↓

আবাসন কেন্দ্রের নির্যাতিতাদের বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান

↓

প্রশিক্ষণ শেষে অনুদানের মাধ্যমে সাবলম্বী করা

□ **প্রত্যাশিত ফলাফল** :

বিবরন	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৩ মাস হতে ১ বছর	২০০০/- হতে ৪০০০/-	১০ -১৫ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৩মাস হতে ৬মাস	২০০০/-	৬বার

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :

মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ট্রেড বৃদ্ধি ও কার্যক্রম চলমান থাকবে।

- **উদ্ভাবনী উদ্যোগের নতুনত্ব :**

দ্রুত সময়ে অভিযোগ নিস্পত্তির ব্যবস্থা।

অভিযোগকারীর টিসিভি কমানো।

গতিশিলতা বৃদ্ধি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত

নির্যাতিতাদের বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করে সাবলম্বি আত্মপ্রত্যয়ী করা।

অনুদান /সেলাই মেশিন প্রদানের মাধ্যমে পূর্নবাসন করা।

- **বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ সমূহ** :

কর্মকর্তা কর্মচারীরা একই কর্মস্থলে দীর্ঘদিন থাকায় কাজে অনিহা।

মহিলা সহায়তা কর্মসূচি কার্যক্রমের প্রচারনা সীমিত।

নির্যাতিতাদের অনিহা অসেচনতা

পারিপার্শ্বিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে অভিযোগ অমিমাংসিত থাকা।

- **পাইলটিং প্রকল্পের অগ্রগতি**

অক্টোবর/২০২০ থেকে মার্চ/২০২১ পর্যন্ত মোট নিস্পত্তিকৃত অভিযোগ -১১৬

দেনমোহর, খোরপোষ আদায় ও বিতরন -১০,৫০০০/- টাকা

- **প্রস্তাবনা** :

যাতায়াতের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা।

কর্মকর্তা কর্মচারীদের সময় উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান।

চাকরীর বিধি অনুযায়ী বদলির ব্যবস্থা করা।

৬টি বিভাগীয় অফিসে উপপরিচালক (ম্যাজিস্ট্রেট) নির্দিষ্ট না রেখে যে কোন পর্যায়ের উপপরিচলককে দায়িত্ব প্রদান করা।

অনুদান /সেলাই মেশিন প্রদান, শুনানী গ্রহণ করে সালিশ মিমাংসা/আপোষ করা প্রশিক্ষন কাযক্রম এর ছবি

আলোর ভূবনে নারী

মন্ত্রণালয়ের নাম : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

অধিদপ্তরের নাম : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

(২) মুখবন্ধ/ সার সংক্ষেপ :

১) নির্যাতিত নারী ও শিশুদের মানসিকভাবে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে কাউন্সিলিং করা।

২) নির্যাতিত নারীদের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩) নির্যাতিত নারীদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুয়োগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা।

(৩) পটভূমি: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নারী ক্ষমতায়ন ও "নারী উন্নয়ন" মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্যতম একটি অধিদপ্তর। এই অধিদপ্তরের আওতায় দেশের দুঃস্থ,দরিদ্র,অবহেলিত,অনগ্রসর ও সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত নারী জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র বিমোচনসহ সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে নারী ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। তাছাড়া নির্যাতিত নারী ও শিশুদের আইনি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষে সদর কার্যালয় সহ প্রতিটি জেলা উপজেলায় "নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ" কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৬৪% নারী ও শিশু। এই জনসংখ্যার অধিকাংশ নারী ও শিশু শারিরীক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের স্বীকার। নির্যাতিত নারী ও শিশুরা মানসিকভাবে বিপর্যস্থ,হতাশাগ্রস্থ ও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল। নির্যাতনের ফলে অসহায় নারীরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে এবং অনেকক্ষেত্রে বিপথগামী হয় এমনকি আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

নির্যাতিত অসহায় নারীদের কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে মানসিকভাবে উজ্জিবীত করে কারিগরি প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদুঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করা হলে নির্যাতিত নারীরা বিপথগামী না হয়ে দক্ষ জনসম্পদে উন্নীত হবে। ফলে নারী ক্ষমতায়ন ও নারী উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হবে।

(৪) উদ্ভাবনের শিরোনাম: আলোর ভূবনে নারী

(৫) উদ্ভাবনী উদ্যোগ/সেবা সহজীকরণের বিষয়বস্তু:

১। নির্যাতিত, দুঃস্থ,অবহেলিত,অনগ্রসর নারীদের মানসিকভাবে উজ্জিবীত করার লক্ষে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং করা,সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

২। নির্যাতিত অসহায় নারীদের শারিরীক ও মানসিক চিকিৎসাসহ সম্ভাব্য আইনগত সহায়তা প্রদান করা।

৩। নির্যাতিত, দুঃস্থ,অবহেলিত,অনগ্রসর, অসহায় নারীদের বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে উন্নীত করা।

৪। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষে মহিলা বিষয়ক অদিদপ্তর ও সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(৬) ব্যবহারকারী/ উদ্ভাবন বাস্তবায়ন টিম:

সদস্যদের নাম ও পদবি

১। নাসরিন আক্তার, উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ফেনী।

২। মোমেনা বেগম, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ছাগলনাইয়া,ফেনী।

৩। সায়মা জামান চৌধুরী, ট্রেড প্রশিক্ষক (আইজিএ), উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, ছাগলনাইয়া, ফেনী।

৪। তাহমিনা আক্তার, ট্রেড প্রশিক্ষক (আইজিএ), উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, ছাগলনাইয়া, ফেনী।

(৭) সুবিধাভোগী : ছাগলনাইয়া উপজেলার নির্যাতিত,অসহায়,দুঃস্থ,অবহেলিত,অনগ্রসর নারী।

(৮) উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের/সেবা সহজীকরণের পূর্বের অবস্থা :

নির্যাতিত,অবহেলিত ও অস্বচ্ছল নারীদের নিয়ে সরকারীভাবে এই সকল সুযোগ-সুবিধা উপজেলা পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে রয়েছে তা আগে তাদের জানা ছিল না।

১। সালমা আক্তারের স্বামী তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করতো। বাবার বাড়ি থেকে যৌতুক আনার জন্য তাকে নির্মমভাবে শারীরিক আঘাত করতো। সালমার স্বামী একপর্যায়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে এবং তিনমেয়ে সহ সালমা আক্তারকে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

২। ছেমনা আক্তারের খালাতো ভাইয়ের সাথে বিয়ে হয়।তার স্বামী যৌতুকের টাকার জন্য তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে এবং যৌতুকের টাকা আদায়করে বিদেশ চলে যায়।বিদেশ যাওয়ার পর থেকে তাদের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াঝাটি ও মনমালিন্য বাড়তে শুরু করে। তার স্বামী তাকে কোনপ্রকার টাকা পয়সা দেয়না এবং যোগাযোগ করে না।একপর্যায়ে ডিভোর্স হয়ে যায়। মেয়ে নিয়ে ছেমনা আক্তার বাবার বাড়িতে চলে আসে।

৩। রেহানা আক্তারের ছোট দুইটি ছেলে মেয়ে রেখে স্বামী মারা যায়।তার বাবা মা কেউ বেঁচে নেই। এইদিকে রেহানা আক্তার ছেলে মেয়ে দুইটাকে নিয়ে অনেক কষ্টে আর অবহেলিত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

(৯) উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে নির্যাতিত নারীদের সংযুক্ত করা যাচ্ছে এবং তাদের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা সহজবোধ্য।

(১০) চালুকৃত সেবা পরিপূর্ণভাবে প্রদান করতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে সক্ষম কিনা:

চালুকৃত সেবা পরিপূর্ণভাবে প্রদান করতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে সক্ষম। (method) পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

১। মহিলা বিষয়ক অফিসে আগত নির্যাতিত নারী,প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আগত নারী,উঠান বৈঠক ও বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণকারী নারী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে আগত নির্যাতিত নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

২। নির্যাতিত নারীদের মোবাইল নম্বর ও ঠিকানা সম্বলিত ডাটা বেইজ তৈরী করা।

৩। কাউন্সেলিং করা।

৪। কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৫। ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা।

(১১) উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নে/সেবা সহজীকরণের কর্ম কৌশল।

উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ধারনা নামঃ **আলোর ভুবনে নারী**

ক্রঃ নং	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ধারনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে করণীয় কাজ	বাস্তবায়নকারীর নাম ও পদবী	সময়কাল (মাস/তারিখ)						
			অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল
০১	অফিস প্রধান/উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা,অবহিতকরণ, অনুমতি গ্রহণ,টিম গঠন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা	টিম লিডার:	*						
০২	উপকারভোগীদের নির্বাচন, মতামত গ্রহণ, মতামত একত্রীকরণ,আইডিয়া চূড়ান্তকরণ	সদস্য'ক'		*					
০৪	কাউন্সেলিং / মতামত গ্রহণ তাং নির্ধারণ, স্থান নির্ধারণ,দলগঠন				*				
০৫	পাইলট করার জন্য বাজেট তৈরী সম্পদের সম্ভাব্য উৎস সমূহ সুনির্দিষ্টকরণ					*			
০৩	প্রশিক্ষণ ও মনোসামাজিক কাউন্সেলিং (একক)					*	*	*	
০৬	প্রশিক্ষণ ও মনোসামাজিক কাউন্সেলিং (দলগত)					*	*	*	
০৭	মনিটরিং ,মনিটরিং প্রতিবেদন তৈরী							*	
০৮	মূল্যায়ন , মূল্যায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত ও ডকুমেন্ট তৈরী								*

(১২) উদ্যোগ বাস্তবায়নের/সেবা সহজীকরণের পূর্বের অবস্থা বা ফলাফল:

আইজিএ প্রকল্প হতে এবং উপজেলা পরিষদের সহযোগীতায় জাইকা অর্থায়নে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে নির্যাতিত ভূক্তভূগী নারী: সালমা আক্তার, ছেমনা আক্তার, রেহানা আক্তার, সাবিনা ইয়াছমিন, শর্মিলা আক্তার, তাহমিনা আক্তার, শামীম আরা, সাহেদা আক্তার, ফাহিমা আক্তার, সাজিয়া আক্তার টেইলারিং ও ব্লক-বাটিক ও নকশীকাঁথার কাজ করে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে। বর্তমানে তারা মানসিক মনোবল ফিরে পেয়েছে এবং তারা নিজেরা ঘরে বসে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে আয় করছে।

(১৩) চ্যালেঞ্জসমূহ:

১। মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর জন্য কর্মকর্তার সময়ের স্বল্পতা ।

২। নির্যাতিত নারীর চাহিদা অনুসারে প্রশিক্ষণের অভাব।

৩। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীদের প্রশিক্ষণ লব্ধজ্ঞান বাস্তবায়নে/বাজারজাতকরণের ব্যবসাথা না থাকা।

৪। সামাজিক ও পারিবারিক ভাবে নির্যাতিত নারীকে হেয় করা হয় বিধায় তারা ঘর থেকে বের হতে চায় না।

উপসংহার:

"আলোর ভুবনে নারী" এই উদ্যোগের মাধ্যমে নির্যাতিত নারীরা অল্প সময়ে খুব সহজে মহিলা বিষয়ক অফিসে যোগাযোগ করতে পারছে।সরকারিভাবে বিনা খরচে কারিগরী প্রশিক্ষণ ও ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে মানসিক বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে পারছে।

নির্যাতিত নারীদের কাউন্সিলিং করা হয় একক ও দলীয় ভাবে।

উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, যুব উন্নয়ন অফিসার, ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য ও মহিলা বিষয়ক অফিসারের মাধ্যমে কাউন্সিলিং করা হয়।

নির্ভয়ে পথচলা

পটভূমি:

বর্তমান জনসংখ্যার একটি বড় অংশ কিশোর কিশোরী (ডেমোগ্রাফিক ডেভিডেন্ট অনুসারে)। এই কিশোর কিশোরীরাই আগামীতে নেতৃত্ব দেবে। তাই কিশোর-কিশোরীদের 'জেন্ডার সমতা' ধারণা দিয়ে কিশোরী তথা বিদ্যালয়গামী ছাত্রীদের সুরক্ষা দিয়ে তাদের নির্ভয়ে পথচলা নিশ্চিত করার জন্য উদ্ভাবনী ধারণাটি গ্রহণ করা হয়েছে। অনেক সময় আমাদের সমাজে কিশোরী/স্কুলগামী ছাত্রীরা রাস্তাঘাটে বখাটে ছেলেদের দ্বারা যৌন হয়রানীর শিকার হয় কিন্তু অনেকে লজ্জায় বা ভয়ে তাদের উত্যক্ত হওয়ার ঘটনাটি তাদের শিক্ষক বা অভিভাবকদের কাছে প্রকাশ করে না। এতে করে একদিকে যেমন তার স্বাভাবিক জীবন-যাপন ব্যহত হয়ে মানষিক যন্ত্রণায় ভোগে অন্যদিকে পরীক্ষায় কাঙ্খিত ফলাফল লাভ করতে ব্যর্থ হয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা পড়াশোনা বন্ধ করে দেয় আবার অনেক অভিভাবক বখাটেদের উপদ্রপের ভয়ে মেয়ের পড়াশোনা বন্ধ করে তাকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়। আবার এমনও দেখা গেছে কেউ কেউ আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়। আমাদের উদ্ভাবনী ধারণাটির মাধ্যমে প্রত্যেকটা স্কুলে একটি করে "যৌন হয়রানী প্রতিরোধ বাক্স" স্থাপন করে সংশ্লিষ্ট স্কুলের যৌন হয়রানী প্রতিরোধ কমিটিকে সক্রিয় করা হবে। একটি মেয়ে তার যৌন হয়রানী বা নির্যাতনের বিষয়টি "যৌন হয়রানী প্রতিরোধ বাক্সে" গোপনে ছোট কাগজে লিখে ফেলবে। স্কুল কমিটি ৭ দিন পরপর বাক্সটি খুলে দেখবে এ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ আছে কি-না। যদি অভিযোগ থাকে তাহলে ঐ কমিটির সকলে মিলে যৌন হয়রানীকারী ছেলেসহ তার অভিভাবকদের ডেকে বিষয়টি আলোচনা করবে। এতেও কাজ না হলে কমিটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার মাধ্যমে "উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটিতে" উত্থাপনের অনুরোধ করবে এবং উপজেলা কমিটি মনে করলে 'মোবাইল কোর্ট' পরিচালনা করে শাস্তি প্রদান করে কিশোরী/ছাত্রীটির 'নির্ভয়ে পথচলা' নিশ্চিত করবে। ফলে সমাজ থেকে যৌন হয়রানী কমে যাবে। পাশাপাশি ছাত্রীদের ড্রপ আউটের হার এবং বাল্য বিয়ের হার কমে যাবে।

৩। সুবিধাভোগী/ব্যবহারকারী:

কিশোরী, স্কুল কলেজগামী, ছাত্রীরাই মূলত এই উদ্যোগের সুবিধাভোগী।

৪। সেবা সহজী করণের বিষয়বস্তু:

যৌন হয়রানী বক্স স্থাপনের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে/স্কুল কলেজ পর্যায়ে যৌন হয়রানী কমিটি সক্রিয়করণ। উভয় পক্ষের অভিভাবকদের অবহিত করে আলোচনার মাধ্যমে যৌন হয়রানি থেকে কিশোরীদেরকে সুরক্ষা করা। ধারণাটি গ্রহণের আরও একটি উদ্দেশ্য হলো প্রথমেই "মোবাইল কোর্টের "মাধ্যমে শাস্তি না দিয়ে অভিভাবকসহ ছেলেটিকে যৌন হয়রানী বন্ধে উদ্বুদ্ধ করা হবে স্কুলের কমিটির মাধ্যমে কারণ অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকরা জানেই না যে, তার ছেলে এরূপ অন্যায় কাজে লিপ্ত আছে। পাশাপাশি একজন কিশোরী/ছাত্রী উত্যক্তের/যৌন হয়রানীর কথা মুখ ফুটে অভিভাবক বা শিক্ষককে বলতে পারে না, তা ছোট একটি কাগজে লিখে "যৌন হয়রানী বাক্সে" ফেলতে পারবে।

৫। চ্যালেঞ্জসমূহ:

ক) উদ্যোগটি বাস্তবায়নে প্রথমেই স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের "যৌন হয়রানী প্রতিরোধ কমিটি" সমূহের সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা একটি চ্যালেঞ্জ কারণ অনেক প্রতিষ্ঠান প্রধান জানেন না যে, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত একটি কমিটি আছে।

খ) এলাকার বখাটে ছেলেদের কাছ থেকে বাঁধা।

গ) যৌন হয়রানী প্রতিরোধ বাক্স স্থাপনে অনেক প্রতিষ্ঠানের আগ্রহের অভাব।

ঘ) অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব।

৬। টিসিভি/ছবি/ভিডিও

উপজেলা অফিসারগণের সাথে আলোচনা এবং টীম গঠন।

স্কুলগামী ছাত্রীদের নির্ভয়ে পথচলা উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিষয়ে অবহিতকরণ

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত স্কুল কমিটির সদস্যদের অবহিতকরণ সভা

উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন:

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার জন্য অফিস আদেশ জারী করা হয়েছে।

স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত মোট ৭৫ জন কে উদ্ভাবনের জন্য প্রশংসাসূচক সনদপত্র প্রদান করা হয়।

তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের স্বীয় তথ্য বাতায়নে (www.dwa.gov.bd) বছরভিত্তিক উদ্ভাবন-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য (ইনোভেশন টিমের তথ্য, বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, পাইলটিং প্রকল্প, উদ্ভাবন প্রদর্শনীর তথ্য হালনাগাদকরণ করা হয়।

বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য শতভাগ আপলোড/ হালনাগাদকরণ করা হয়। বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য শতভাগ আপলোড/ হালনাগাদকরণ করা হয়।

ডিজিটাল-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরের "স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি/সংগঠন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া"টি ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।

Link - http://cboreg.dwa.gov.bd

সেবা সহজীকরণ

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ

পটভূমি: দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। দেশের অবহেলিত ও বঞ্চিত মহিলা জনগোষ্ঠির আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি, তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও উৎপাদন শীলতার দিক উন্মোচন করে তাদেরকে আত্ম নির্রশীল করে গড়ে তোলাই এ কার্যক্রমের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মহিলারা ঋণের অর্থ দিয়ে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচি যেমন সেলাই মেশিন ক্রয়, গরু-ছাগল ও হাস-মুরগী পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৎস্যচাষ, নার্সারী ইত্যাদি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এছাড়াও ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যেমন-স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার,ছেলে-মেয়েদের স্কুলে প্রেরণ, জন্মনিবন্ধন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশুদের রোগ প্রতিষেধক টিকা ইনজেকশন প্রদান, বিশুদ্ধ পানি পান, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ নিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা হয়ে থাকে।

<u>সেবা সহজিকরনের শিরোনাম:</u>

"মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম"

<u>সেবা সহজীকরনের বিষয়বস্তু:</u>

মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ বিতরন কার্যক্রম সহজীকরণ

<u>ব্যবহারকারী কারা:</u>

মাঠ পর্যায়ে দুঃস্থ ও অসহায় মহিলারা এই সুবিধা ভোগ করে থাকেন।

<u>সুবিধাভোগী কারা:</u>

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের তৃণমুল পর্যায় হতে যে সকল দুঃস্থ ও অসহায় মহিলা ঋণ গ্রহণ করতে চায়।

<u>সেবা সহজিকরন পূর্বের অবস্থা:</u>

১) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক সময়ে তথ্য না পাওয়া।

২) সঠিকভাবে আবেদনপত্র পূরন করতে না পারা।

৩) ঋণ প্রাপ্তিযোগ্য বিবেচিত হয়েছে কিনা তা সময়মত জানতে না পারা ।

৪) নগদ অর্থ গ্রহণে নানা রকম ঝুকি থাকে।

৫) বর্তমানে কোভিড ১৯ পরিস্থিতিতে স্ব- শরীরে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কার্যালয়ে ৭ বার যাতায়াত করা।

৬) ঋন প্রাপ্তির আবেদন করা হতে ঋন প্রাপ্তি পর্যন্ত ৮১দিন সময় লাগছে।

৭) ঋণ গ্রহীতার খরচ হচ্ছে ১৪০০/- হতে ২০০০/- টাকার মত।

সেবা সহজীকরনে সংশ্লিষ্টদের সংযুক্ত (Engage) করা যাচ্ছে কিনা এবং এগুলো সহজবোধ্য কিনা?

উপকারভোগীদেরকে সেবা সহজীকরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যমে সংযুক্ত করা যাবে। প্রক্রিয়াটি সহজবোধ্য।

<u>কর্মকৌশল:</u>

১) সেবাসহজীকরণে সক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষনের আয়োজন করা ।

২) পাইলটিং বাস্তবায়নের ক্ষেত্র নির্বাচন করে অফিস আদেশ প্রদান।

৩) পাইলটিং বাস্তবায়নের সফলতার ভিত্তিতে চূড়ান্ত ভাবে সহজিকরন সেবা নির্বাচন করা।

৪) সারা দেশে পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ করা।

চ্যালেঞ্জসমূহ:

উপকারভোগীরা অল্পশিক্ষিত/অশিক্ষিত হওয়ায় নিজে নিজে অনলাইন হতে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে পূরণ করে পুনরায় আনলাইনে জমা করা কঠিন হবে। তবে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহযোগীতায়, ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাকে অভ্যস্থ করা সম্ভব। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালযের জনবল স্বল্পতার কারণ।

বাস্তবায়নকারী:

লাকসানা লাকী, সহকারী পরিচালক, ক্ষুদ্রঋণ

যে কোন নতুন বিষয়ে অভ্যস্থ হতে কিছুটা সময় লাগে। ফলে মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সেবাটি সহজীকরন প্রক্রিয়ায় অভ্যস্থ হতে উপকারভোগীদের সাহায্য করতে হবে।

সেবা সহজীকরন সংক্রান্ত অফিস আদেশ

"শেখ হাসিনার বারতা
নারী পুরুষ সমতা''

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা

স্মারক নং-৩২.০১.০০০০.০২১.১৮.০১১.১৯- ৯ ৫ তারিখ:০৪/০৪/২০২১

বিষয় : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের "মহিলাদের আত্নকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম" প্রক্রিয়াটি সেবা সহজিকরণের আওতায় বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র : স্মারক নং: ৩২.০১.০০০০.০২১.২৫.০১১.২০-৯৫, তারিখ ১৫/১০/২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ১২ নং উদ্দেশ্য এর ১২.২ নং কার্যক্রমে ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহের ২ নং উদ্দেশ্যের ২.৩.১ এ ন্যূনতম একটি সেবা সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপসহ সরকারি আদেশ জারির নির্দেশনা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ১৯-২০ সেপ্টেম্বর,২০২০ তারিখে সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় **"মহিলাদের আত্নকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম"** সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজে, যথাসময়ে ও দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপ করা হয়।

"মহিলাদের আত্নকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম" প্রক্রিয়া সহজিকরনে প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ অনুযায়ী সকল জেলা উপজেলা সমূহে কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ ।

(রাম চন্দ্র দাস)
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

বিতরন : কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে :(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। চীফ ইনোভেশন অফিসার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা ।
২। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। জেলা প্রশাসক, (সকল) ।
৫। উপ পরিচালক------------------------- সদর কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। উপ পরিচালক, উপপরিচাকের কার্যালয় (সকল) ।
৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
৮। সহকারী পরিচালক,.......................................সদর কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (সকল)।
১০। মহাপরিচালক/পরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১। অফিস কপি ।

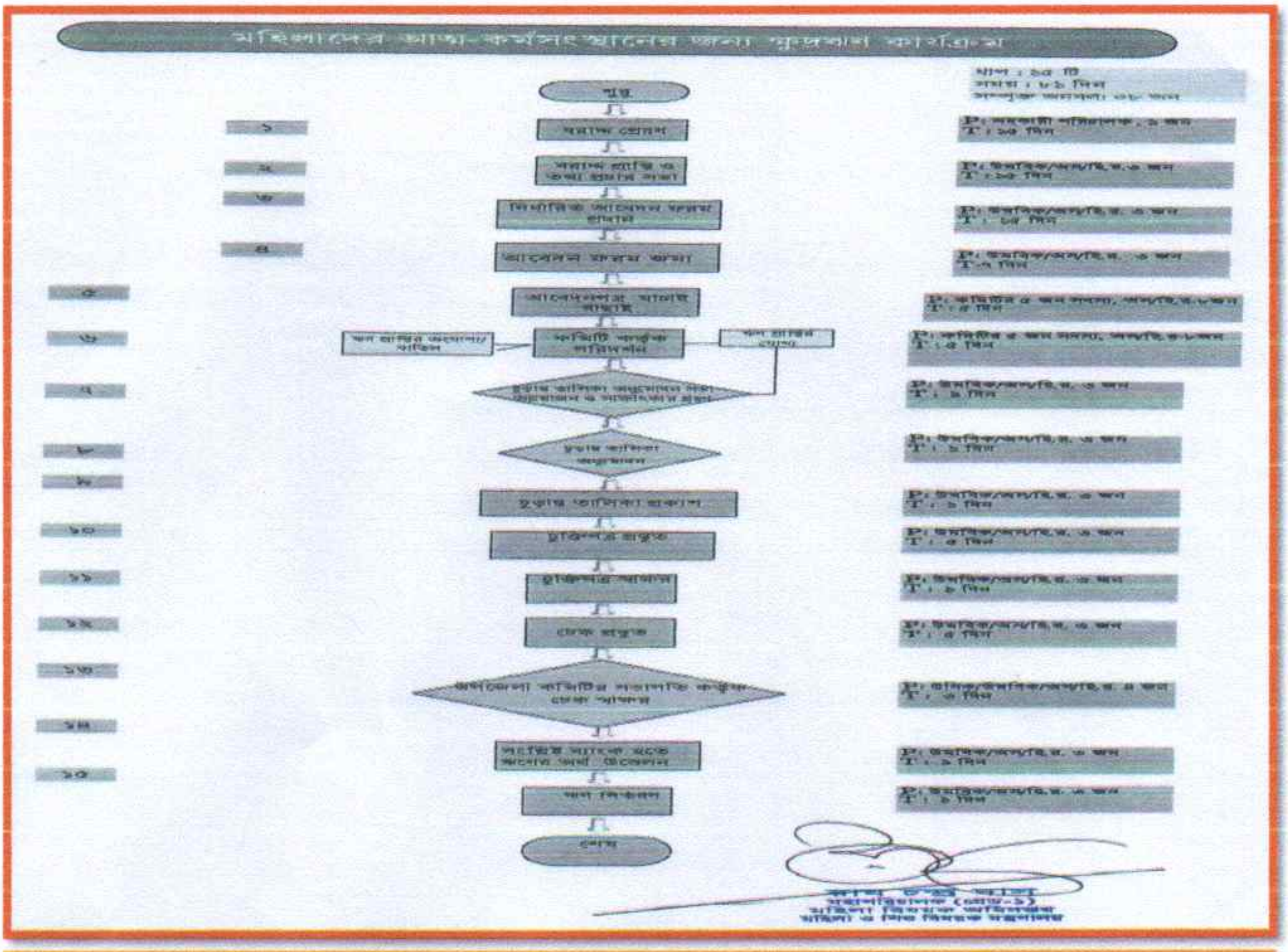
মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম
শুরু
শেষ

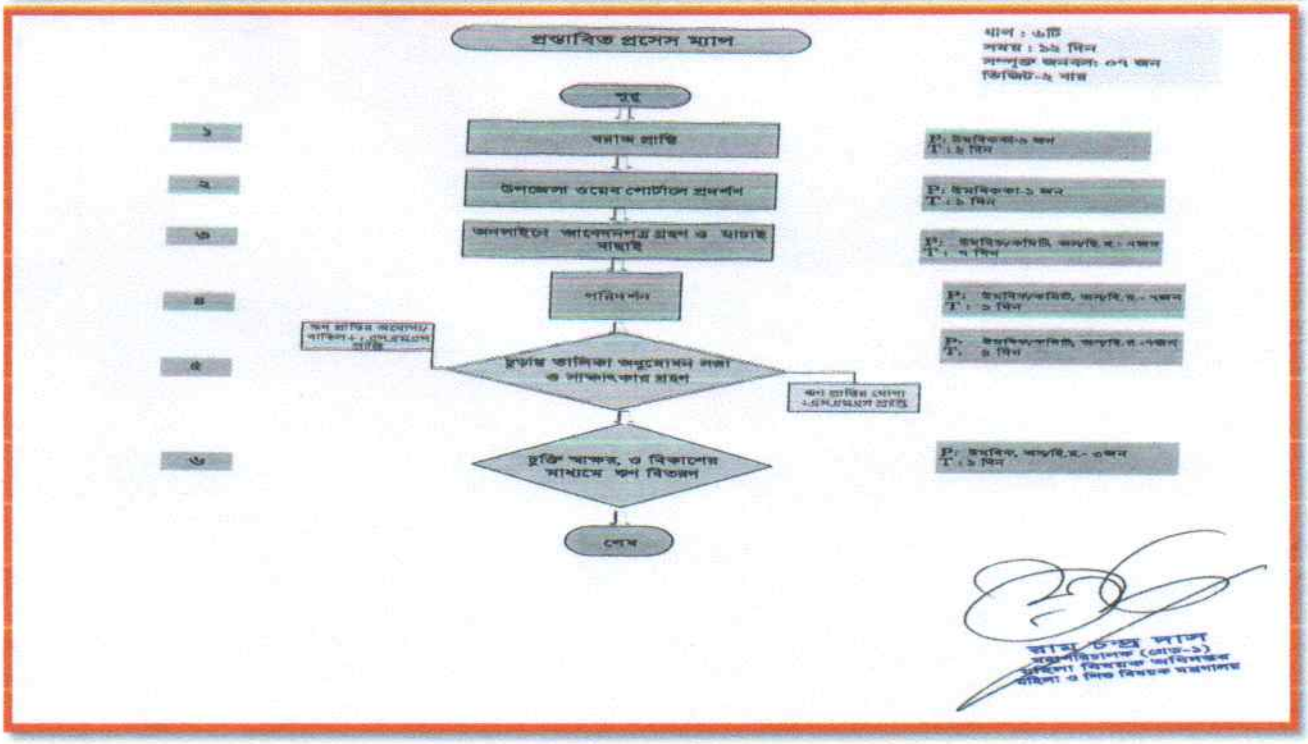
প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ
শুরু
বরাদ্দ প্রাপ্তি
উপজেলা ওয়েব পোর্টালে প্রদর্শন
অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই বাছাই
পরিদর্শন
চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদন সভা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ
চুক্তি স্বাক্ষর, ও বিকাশের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ
শেষ

সক্ষমতার বৃদ্ধি:

উদ্ভাবন-চর্চার জন্য নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, অন্য দপ্তরের উদ্যোগ পরিদর্শন, বিদেশের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় গত ১৯/০৯/২০২০ তারিখ হতে ২০/০৯/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ০২ দিন ব্যাপী সেবা সহজিকরণের সক্ষমতার বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের ৩৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২৫/১১/২০২০ তারিখে এক দিনের একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। গত ১১ ও ১২ অক্টোবর ২০২০ তারিখ ৩৫ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে দুইদিনের উদ্ভাবনে সক্ষমতার বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

ডকুমেন্টেশন বা প্রকাশনা:

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ইনোভেশন শাখা হতে ২০/০৫/২০২১ তারিখ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যাগে ডকুমেন্টশন ও সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টশন তৈরি করে একত্রে প্রকাশ করা হয়।

উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন:

উদ্ভাবন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ৩০শে জানুয়ারি ২০২১ তারিখ অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

উদ্ভাবন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ১৫ জুন ২০২১ তারিখ বার্ষিক মূল্যায়ন করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

* ধন্যবাদ *

ফরিদা খানম
উপপরিচালক (ম্যাজিস্ট্রেট)
মহিলা সহায়তা কর্মসূচি
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।